জাতীয় শোক দিবস পাল

জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

৩২তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে গত ১৫ আগষ্ট ৩২নম্বরে ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি

ঢাকা,১৫ আগষ্ট : জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গতকাল বুধবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো বাঙালির শোকের দিন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩২তম শাহাদাত বার্ষিকী। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজারো মানুষ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি এবং বনানী কবরস্থানে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে নিহতদের কবরে প্রাণের শ্রদ্ধা জানিয়েছে। শপথ নিয়েছে দুর্নীতি-সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার। তবে দেশে বিদ্যমান জরুরি অবস্থার কারণে এবার দিনটি পালিত হলো সীমিত পরিসরে। তাছাড়া ১৯৮১ সালে দেশে ফেরার পর এই প্রথম বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেননি তার কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সকালে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনের চত্বরে তার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে শোক দিবসের কর্মসূচি শুর" হয়। এর আগে ভোরে বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিত করার পাশাপাশি উত্তোলন করা হয় কালো পতাকা। সকালে রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ, প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমেদ এবং তিন বাহিনীর প্রধানগণ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিলুর রহমান দিবসটি উপলক্ষে পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কারাগারে রোজা রেখেছেন বলে ডিআইজি প্রিজন শাসসুল হায়দার সিদ্দিকী জানিয়েছেন।

নির্ধারিত সময় সকাল ৮টার কিছু আগে দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিলুর রহমানের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় নেতারা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এক মিনিট নীরবতা পালন ও মোনজাত শেষে নেতারা বনানী কবরস্থানে গিয়ে ১৫ আগস্টে নিহতদের কবরে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, কবর জিয়ারত ও মোনাজাতে অংশ নেন। এরপর একে একে মহানগর আওয়ামী লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুবলীগ, যুব মহিলা লীগ, ছাত্রলীগসহ দলের সহযোগী সংগঠন ছাড়াও মহিলা শ্রমিক লীগ, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ, তর"ণ লীগ, হকার্স লীগ, মোটর চালক লীগ, বাস্তুহারা লীগ, মৎস্যজীবী লীগ, রিকশা-ভ্যান শ্রমিক লীগ, রেলওয়ে শ্রমিক লীগ, বিদ্যুৎ শ্রমিক লীগ, দর্জি কর্মচারী লীগ, ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ শ্রমিক লীগ, ছিন্নমূল হকার্স লীগ, তাঁতী লীগ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম লীগ, বার

কাউন্সিল, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি, পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বিএফইউজে, ডিএফইউজে, জাতীয় শোক দিবস উদযাপন জাতীয় কমিটি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, জাতীয় চারনেতা পরিষদ, ঢাকা আইনজীবী সমিতি, বাঙালি সংস্কৃতি মঞ্চ, জাতীয় কবিতা পরিষদ, ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠী, ভারত বাংলাদেশ সংহতি পরিষদ, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, বঙ্গবন্ধু লেখক পরিষদ, বঙ্গবন্ধু সমাজকল্যাণ পরিষদ, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার কল্যাণ সংসদ, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম, আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ, যুব আইনজীবী পরিষদ, '৭৫-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, প্রজন্ম'৭১, বঙ্গবন্ধু আইনজীবী পরিষদ, বঙ্গবন্ধু আইন ছাত্র পরিষদ, আওয়ামী আইন ছাত্র পরিষদ, শহীদ নূর হোসেন সংসদ, শেখ হাসিনা মুক্তি পরিষদ, ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতি, আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, খেলাঘরসহ অসংখ্য দল ও সংগঠন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে। এছাড়া শেখ আকরাম হোসেনের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর পরিবারবর্গ, হাসানুল হক ইনু, মইনউদ্দিন খান বাদল ও সৈয়দ জাফর সাজ্জাদের নেতৃত্বে জাসদ (ইনু), ইঞ্জিনিয়ার আবুল কাশেম, মফিজুল ইসলাম খান কামাল ও মোস্ত্ফা মহসীন মন্টুর নেতৃত্বে গণফোরাম এবং নেতৃত্বে বাকশাল পুষ্পমাল্য অর্পণ করে। যুবলীগ ঢাকা মহানগর উত্তরের নেতাকর্মীরা বুকে পিঠে 'বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফাঁসি চাই' এবং 'শেখ হাসিনার মুক্তি চাই' লেখা স্লোগানসহ কর্মসূচিতে অংশ নেন।

পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ কর্মসূচিতে আরো উপস্থিত ছিলেন সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, বেগম মতিয়া চৌধুরী, মুকুল বোস, আবদুল মান্নান, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ, আবদুর রহমান, বিচারপতি কে এম সোবহান, আবুল মাল আবদুল মুহিত, ডা. এস এ মালেক, অ্যাডভোকেট রহমত আলী, মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া, আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ, উপাধ্যক্ষ আবদুস শহিদ, অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, ড. আবদুর রাজ্জাক, ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, অধ্যাপিকা নাজমা রহমান, স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, ডা. দীপু মনি, মেহের আফরোজ চুমকি, এনামুল হক শামীম, ইসহাক আলী খান পান্না, মুকুল চৌধুরী, অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, মীর্জা এমএ জলিল, মোতাহার হোসেন মোলা, আবদুল মতিন মাস্টার, রায় রমেশচন্দ্র, ড. মীজানুর রহমান, মুজিবুর রহমান চৌধুরী, অপু উকিল, মোলা মো. আবু কাওছার, পথিক সাহা, মাহমুদ হাসান রিপন প্রমুখ।

এর আগে ভোর থেকেই বঙ্গবন্ধু ভবন ও বনানী কবরস্থানে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু ভবনের প্রবেশ মুখের দুদিকে পুলিশের কাটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে মানুষের চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। সেখানে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েনসহ জলকামান, রায়ট কার ও প্রিজন ভ্যান প্রস্তুত রাখা হয়। বনানী কবরস্থানেও অনুরূপ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। তবে এ অবস্থায়ই ভোর থেকেই হাজারো মানুষ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য জড় হতে শুরু করেন। জরুরি অবস্থা ও ঘরোয়া রাজনীতি বন্ধ থাকার কারণে সরকার একসঙ্গে ২০ জনের বেশি নেতাকর্মীদের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও জনতার বাঁধভাঙা জোয়ারে শেষ পর্যন্ত তা টেকেনি। বেলা বাড়ার সঙ্গে জনতার ভিড় বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে মানুষের ভিড় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর সড়ক ছাড়িয়ে কলাবাগান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ সময় সংলগ্ন সড়কগুলোতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে তীব্র জানযটের সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর কাউকেই বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধু ভবনের কর্মচারীরা শৃঙ্খলা রক্ষায় স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন। জরুরি অবস্থার জন্য কেউই ব্যানার বহন করেননি। মাইক ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় অন্যান্য বছরের মতো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণও শোনা যায়নি।

পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন শেষে জিলুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক দিন। এই দিনটিতে মানুষের একটাই দাবি বঙ্গবন্ধুকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হোক। তিনি আবারো আগস্টেই বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় শোক দিবস পালনের ঘোষণা এবং শেখ হাসিনার মুক্তি দাবি করেন।

অন্যান্য কর্মসূচি : দিবসটি উপলক্ষে বাদ আসর আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল এবং দুপুরে এতিমখানাগুলোতে রান্না করা খাবার বিতরণ করে। কারাবন্দী দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে সোবহানবাগ এতিমখানায় ২৫০ জন, ধানমণ্ডি ১২ নম্বর তাকওয়া এতিমখানায় ৫০ জন এবং ধানমণ্ডি ৭ নম্বর এতিমখানায় ৬০ জন এতিমের মধ্যে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয়।
সকালে মহিলা আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে মিলাদ মাহফিল এবং বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ট্রাস্ট স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে। ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে ভোরে বঙ্গবন্ধু ও নিহত পরিবারের সদস্যদের প্রার্থনা করা হয়।